كتاب الشفعة : শোফা পর্ব

1- حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبد الله (رض) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك بارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الشفعة لغة واصطلاحا؟
او- ما معنى الشفعة ومتى تسقط؟
2- تحدث عن اقسام الشريك مفصلا-
او- كم قسما للشريك؟ بين-
3- اذكر اقوال العلماء فى اشتقاق كلمة الشفعة –
4- كم قسماً للشفعة؟ بين مع ذكر احكامها –
او- بين اقسام الشفعة مع ذكر احكامها –
5- هل تثبت الشفعة في الحيوان والثياب والامتعة وسائر المنقولات؟ وما الاختلاف فيه؟ بين-
6- كيف يسقط حق الشفعة؟ بين بالايضاح –
او- متى يسقط حق الشفعة؟
7- من هو ابن جريج؟ وما اسمه واسم ابيه؟ ولم يقال له ابن جريج ؟
8- هل تثبت الشفعة للجار؟ وما الاختلاف فيه؟
او- هل تثبت الشفعة للجار؟ وما الاختلاف في هذه المسئلة بين الائمة؟ بين مذاهبهم بالادلة –
9- اذا بنى المشترى او غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فما حكم هذه المسئلة؟
10- اكتب نبذة من ترجمة جابر رضي الله عنه –
او- اكتب ترجمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالاختصار –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبد الله (رض) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك بارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি 'শোফা' বা অগ্রক্রয়ের অধিকার সাব্যস্ত করার মূল দলিল। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৬০৮), ইমাম নাসায়ি (রহ.) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তিতে যদি একজন অংশীদার তার অংশ অপরিচিত কাউকে বিক্রি করে দেয়, তবে অপর অংশীদারের ক্ষতি (দারার) হতে পারে। নতুন অংশীদার খারাপ লোক হলে পুরোনো অংশীদারের ভোগান্তি বাড়ে। এই ক্ষতি দূর করার জন্যই শরিয়ত শোফার বিধান রেখেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই হাদিসে সেই অধিকারের কথাই ঘোষণা করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: ইউনুস (রহ.) আমাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ইবনে ওহাব আমাদের খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন ইবনে জুরাইজ আমাকে জানিয়েছেন যে, আবু জুবায়ের তাকে জানিয়েছেন, তিনি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—"জমি, বসতবাড়ি কিংবা বাগানের প্রতিটি যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তিতে (শিরকাত) 'শোফা' (অগ্রক্রয়ের অধিকার) সাব্যস্ত হবে। (অংশীদারের জন্য) এটা বৈধ নয় যে, সে তার অপর অংশীদারকে প্রস্তাব দেওয়া ছাড়া (তার অংশ) বিক্রি করবে। অতঃপর সে (অংশীদার) চাইলে তা গ্রহণ করবে (কিনবে) অথবা ছেড়ে দেবে।"

ব্যাখ্যা:

- **শোফা (الشفعة):** কোনো জমি বা বাড়ি বিক্রি হলে অংশীদার বা প্রতিবেশীর সেই জমি একই দামে কিনে নেওয়ার একচ্ছত্র অধিকার।
- **শারিক (অংশীদার):** হাদিসে অংশীদারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। হানাফি মতে প্রতিবেশীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
- **লা ইয়াসলুহু (বৈধ নয়):** অংশীদারকে না জানিয়ে বিক্রি করা মাকরুহ বা অনুচিত। তবে বিক্রি করে ফেললে বিক্রি বাতিল হবে না, কিন্তু অংশীদার তার 'শোফা'র অধিকার প্রয়োগ করে ক্রেতার কাছ থেকে জমিটি নিয়ে নিতে পারবে।

৪. الحاصل (সমাপনী):

যৌথ সম্পত্তি বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে অংশীদারের অধিকার সর্বাগ্রে। তাকে না জানিয়ে অন্যের কাছে বিক্রি করা উচিত নয়। বিক্রি করলেও সে দাবি করলে তাকেই দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'শোফা' (الشفعة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং শোফার অধিকার কখন বাতিল হয়? (ما معنى الشفعة لغة واصطلاحا؟ او- ما معنى الشفعة ومتى تسقط؟)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'শোফা' (الشفعة) শব্দটি 'শাফাউন' (شفع) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো—

১. জোড় করা (To make even/pair)। বেজোড় (উইতর)-এর বিপরীত।

২. মিলানো বা সংযুক্ত করা (আজ-জামমু)।

যেহেতু শোফাদাতা দাবি করে অন্যের জমি নিজের জমির সাথে মিলিয়ে নেয়, তাই একে শোফা বলে।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী:

هِيَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحَقِّ الشَّرِكَةِ أَوِ الْجِوَارِ

অর্থ: অংশীদারিত্ব বা প্রতিবেশীর হকের কারণে বিক্রীত জমিটি ক্রেতার দেওয়া মূল্যের বিনিময়ে নিজের মালিকানায় নিয়ে নেওয়াকে শোফা বলে।

গ. শোফা বাতিলের সময়:

শোফা বা অগ্রক্রয়ের অধিকার বিভিন্ন কারণে বাতিল (সাকিব) হয়ে যায়। যেমন—

১. বিক্রির খবর শোনার পর দাবি করতে দেরি করলে।
২. শোফাদাতা নিজেই বিক্রেতার প্রতিনিধি হলে।
৩. শোফাদাতা তার নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে দিলে।
৪. আপস বা টাকার বিনিময়ে অধিকার ছেড়ে দিলে।

---

২. 'শরিক' বা অংশীদার কত প্রকার? বিস্তারিত লেখ। (تحدث عن اقسام الشريك مفصلا)

উত্তর:

শোফার অধিকারের স্তরের ওপর ভিত্তি করে 'শরিক' বা শোফাদাতাকে হানাফি ফকিহগণ ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে তারা হলো:

১. শারিকে বারি বা মূল সম্পত্তিতে অংশীদার (الخليط في نفس المبيع):

যে ব্যক্তি মূল জমি বা বাড়িতে যৌথ মালিক। এখনো বণ্টন হয়নি। এর অধিকার সবার আগে।

- *উদাহরণ:* দুই ভাইয়ের যৌথ পৈতৃক ভিটা।

২. শারিকে হুকুক বা অধিকার ও সুবিধাদিতে অংশীদার (الخليط في حق المبيع):

যে ব্যক্তি মূল জমিতে অংশীদার নয়, কিন্তু জমির সুবিধা বা হকে (যেমন— রাস্তা বা পানি নিষ্কাশনের নালায়) অংশীদার।

- *উদাহরণ:* জমি আলাদা, কিন্তু দুজনের জমিতে ঢোকার রাস্তা বা গলি একটাই (প্রাইভেট রোড)।

৩. শারিকে জার বা সংলগ্ন প্রতিবেশী (الجار الملاصق):
যার জমি বা বাড়ি বিক্রীত জমির ঠিক লাগোয়া বা সীমানা সংলগ্ন। রাস্তা বা পানি ভিন্ন, কিন্তু দেয়াল বা আইল এক।

- *হানাফি মতে:* এরা শোফা পাবে (যদি প্রথম দুই প্রকার না থাকে)।
- *শাফেয়ি মতে:* প্রতিবেশী শোফা পাবে না।

---

৩. 'শোফা' শব্দের ব্যুৎপত্তি বা নির্গত হওয়া সম্পর্কে আলেমদের উক্তি কী? (اذكر اقوال العلماء فى اشتقاق كلمة الشفعة)

উত্তর:
'শোফা' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে, তা নিয়ে ভাষাবিদ ও ফকিহদের মধ্যে দুটি মত প্রসিদ্ধ:
১. আজ-জিয়াদাহ (বৃদ্ধি): কেউ কেউ বলেন, এটি 'বৃদ্ধি' বা আধিক্য থেকে এসেছে। কারণ শোফাদাতা অন্যের জমি নিজের জমির সাথে মিলিয়ে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
২. আশ-শাফ'উ (জোড়): এটিই জমহুরের মত। 'শাফ' অর্থ জোড়। বিক্রীত জমিটি আগে একা বা আলাদা ছিল (বেজোড়/উইতর)। শোফাদাতা বা প্রতিবেশী সেটাকে নিজের সম্পত্তির সাথে মিলিয়ে 'জোড়' বা সংযুক্ত করে ফেলে। এজন্যই এর নাম শোফা।

---

৪. শোফা কত প্রকার ও কী কী? এদের হুকুম বর্ণনা করো। (كم قسماً للشفعة؟ بين مع ذكر احكامها)

উত্তর:
হানাফি মাযহাব অনুযায়ী শোফা ৩ প্রকার (যা ২ নং প্রশ্নে শরিকের প্রকারভেদে আলোচনা হয়েছে)।

১. শোফা ফিল আইন (মূল সম্পত্তিতে শোফা):

- **হুকুম:** এটি সবচেয়ে শক্তিশালী শোফা। যৌথ মালিক থাকলে অন্য কেউ (প্রতিবেশী) শোফা দাবি করতে পারবে না।

২. শোফা ফিল খলিত (রাস্তা/পানির অধিকারে শোফা):

- **হুকুম:** যদি মূল মালিক শোফা দাবি না করে, তবে রাস্তার অংশীদার দাবি করতে পারবে।

৩. শোফা ফিল জিওয়ার (প্রতিবেশীর শোফা):

- **হুকুম:** ওপরের দুজন না থাকলে বা দাবি ছেড়ে দিলে, লাগোয়া প্রতিবেশী শোফা দাবি করতে পারবে। হানাফি মতে এটি ওয়াজিব হক, শাফেয়ি মতে হক নেই।

---

৫. পশু, কাপড়, আসবাবপত্র বা অস্থাবর সম্পত্তিতে কি শোফা সাব্যস্ত হয়? মতভেদসহ লেখ। (هل تثبت الشفعة في الحيوان والثياب والامتعة وسائر المنقولات؟ وما الاختلاف فيه؟ بين)

উত্তর:

শোফা কি কেবল জমি-জমার জন্য, নাকি গরু, গাড়ি, মোবাইল বা কাপড়ের জন্যও প্রযোজ্য?

১. হানাফি, শাফেয়ি ও মালিকি মাযহাব (জুমহুর):

তাঁদের মতে, অস্থাবর সম্পত্তিতে (মানকুলাত) যেমন—পশু, কাপড়, নৌকা, গাড়িতে শোফা সাব্যস্ত হয় না। শোফা কেবল স্থাবর সম্পত্তিতে (আকার) যেমন—জমি, বাড়ি, বাগান, ইমারতে প্রযোজ্য।

- **দলিল:** আলোচ্য জাবের (রা.)-এর হাদিসে বলা হয়েছে "জমি, বাড়ি ও বাগানে"।
- **যুক্তি:** শোফার উদ্দেশ্য হলো 'স্থায়ী প্রতিবেশীর ক্ষতি' দূর করা। অস্থাবর জিনিস সরিয়ে নেওয়া যায়, তাই এতে স্থায়ী ক্ষতি নেই।

২. জাহেরি সম্প্রদায় (ইমাম ইবনে হাজম):

তাঁদের মতে, সব কিছুতেই শোফা সাব্যস্ত হবে। জমি হোক বা মোবাইল ফোন।

- **দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন, *"শোফা সব কিছুতে (ফি কুল্লি শাই)।"*

সিদ্ধান্ত: জুমহুরের মতই বিশুদ্ধ। অস্থাবর মালে শোফা নেই।

---

৬. শোফার অধিকার কীভাবে বাতিল বা নষ্ট হয়ে যায়? (كيف يسقط حق الشفعة؟ بين بالايضاح)

উত্তর:

শোফাদাতা চাইলেই সব সময় শোফা পায় না। নিচের কারণগুলোতে তার হক বাতিল (সাকিত) হয়ে যায়:

১. তালাব-এ মুওয়াসাবায় বিলম্ব: বিক্রির খবর শোনার সাথে সাথে যদি সে মুখে দাবি না করে (চুপ থাকে বা দেরি করে), তবে হানাফি মতে তার হক বাতিল হয়ে যায়।

২. মালিকানা ত্যাগ: বিচারকের রায়ের আগে যদি শোফাদাতা তার নিজের জমিটি (যার কারণে সে শোফা পাচ্ছিল) বিক্রি করে দেয়।

৩. মৃত্যু: হানাফি মতে, রায় হওয়ার আগে শোফাদাতা মারা গেলে তার ওয়ারিশরা শোফা পায় না, হক বাতিল হয়ে যায়। (তবে শাফেয়ি মতে ওয়ারিশরা পায়)।

৪. আপস: যদি শোফাদাতা টাকার বিনিময়ে বা এমনিতে শোফা দাবি ছেড়ে দেয়।

৫. জামিন হওয়া: যদি শোফাদাতা ওই বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতার জামিনদার বা সাক্ষী হয় (শর্তসাপেক্ষে)।

---

৭. ইবনে জুরাইজ কে? তাঁর নাম কী এবং কেন তাঁকে ইবনে জুরাইজ বলা হয়? (من هو ابن جريج؟ وما اسمه واسم ابيه؟ ولم يقال له ابن جريج ؟)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম আব্দুল মালিক, পিতার নাম আব্দুল আজিজ। তিনি মক্কার বিখ্যাত তাবেয়ি, মুহাদ্দিস ও ফকিহ।

উপনাম (ইবনে জুরাইজ):

তাঁকে তাঁর দাদার নামের দিকে সম্পৃক্ত করে 'ইবনে জুরাইজ' বলা হয়। তাঁর দাদার নাম ছিল 'জুরাইজ'। জুরাইজ মূলত রোমান নাম 'গ্রেগরিয়াস' (Gregorius)-এর আরবি রূপ। তিনি রোমান বংশোদ্ভূত ছিলেন।

মর্যাদা:
তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মক্কায় বা ইসলামি বিশ্বে হাদিস ও ইলমকে কিতাব আকারে সংকলন (তাসনিফ) করেছেন। তিনি আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহ.)-এর প্রধান ছাত্র ছিলেন। ১৫০ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

---

৮. প্রতিবেশীর জন্য কি শোফা সাব্যস্ত হয়? ইমামদের মতভেদ দলিলসহ লেখ। (هل تثبت الشفعة للجار؟ وما الاختلاف فيه؟)

উত্তর:
এই মাসআলাটি ফিকহে শোফার অন্যতম প্রধান বিতর্কের বিষয়।
১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:
প্রতিবেশীর (যার সীমানা বা দেয়াল এক) জন্য শোফা সাব্যস্ত হবে।

- **দলিল ১:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ
অর্থ: ঘরের প্রতিবেশী প্রতিবেশীর ঘরের (শোফার) বেশি হকদার। (সুনানে তিরমিজি)

- **দলিল ২:** শোফার কারণ হলো 'ক্ষতি' (Darar) দূর করা। শরিকের মতো প্রতিবেশীও খারাপ হলে ক্ষতি হয়।

২. ইমাম শাফেয়ি ও মালিক (রহ.):
প্রতিবেশীর জন্য শোফা নেই। শোফা কেবল যৌথ মালিকের (শরিক) জন্য।

- **দলিল:** আলোচ্য জাবের (রা.)-এর হাদিসে বলা হয়েছে: *"শোফা ওই সম্পত্তিতে যা ভাগ করা হয়নি।"* ভাগ হয়ে গেলে আর শোফা নেই।
- **যুক্তি:** প্রতিবেশী তো আলাদা, তাই সে শোফা পাবে না।

---

৯. ক্রেতা যদি শোফার রায় হওয়ার আগেই জমিতে ঘর বানায় বা গাছ লাগায়, তবে তার হুকুম কী? (اذا بنى المشترى او غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فما حكم هذه المسئلة؟)

উত্তর:

ক্রেতা জমি কেনার পর শোফাদাতা দাবি করার আগেই যদি সেখানে বিল্ডিং করে ফেলে বা গাছ লাগিয়ে ফেলে, এবং পরে আদালত শোফাদাতার পক্ষে রায় দেয়, তবে হুকুম হলো:

- শোফাদাতা জমিটি তার মূল্য দিয়ে নিয়ে নেবে।
- **বিল্ডিং বা গাছের হুকুম:**
  - শোফাদাতার ইখতিয়ার থাকবে: সে চাইলে ক্রেতাকে বলবে ঘর ভেঙে বা গাছ তুলে জমি খালি করে দাও।
  - অথবা, সে চাইলে ঘর বা গাছের **মূল্য (ভাঙা অবস্থায় দাম)** দিয়ে সেগুলোও রেখে দেবে।
- **কারণ:** ক্রেতা অন্যের হকের জায়গায় (হক সাব্যস্ত হওয়ার পর) স্থাপনা করেছে, তাই সে জবরদখলকারীর মতো গণ্য হবে। তবে ক্ষতি এড়াতে মূল্য দিয়ে দেওয়াই উত্তম।

---

১০. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (اكتب نبذة من ترجمة جابر رضي الله عنه)

উত্তর:

নাম ও বংশ:

তাঁর নাম জাবের, পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার আনসার সাহাবি।

ইসলাম ও জিহাদ:

তিনি শৈশবে ইসলাম গ্রহণ করেন। আকাবার শেষ রাতে পিতার সাথে বায়আত হন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে ছোট থাকায় (অথবা বোনদের পাহারায়) অংশ নিতে পারেননি। উহুদের পর তিনি রাসুল (সা.)-এর সাথে ১৯টি যুদ্ধে শরিক হন।

ইলমি মর্যাদা:

তিনি 'মুকাসসিরিন' সাহাবিদের (যাঁরা ১০০০-এর বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন) অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ১৫৪০টি। তিনি মসজিদুল হারামে ও মদিনায় ফতোয়া ও হাদিসের দরস দিতেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৭৮ হিজরি সনে ৯৪ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন মদিনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবিদের একজন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (মদিনার তৎকালীন গভর্নর) তাঁর জানাজা পড়াননি, বরং আবান ইবনে উসমান পড়িয়েছিলেন।

2- عن عمرو بن الشريد قال اتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال انطلق بنا الى سعد فاتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء ابو رافع فقال للمسور الا تأمر هذا يعني سعدا أن يشترى منى بيتين في داره فقال سعد والله لا اربحك على اربع مائة دينار مقطعة أو منجمة فقال سبحان الله لقد اعطيت به خمس مائة دينار نقدا ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما بعتك -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الشفعة لغة واصطلاحا ؟
2- عرف الجار لغة واصطلاحا –
3- ما معنى السقب؟ وما المراد به في الحديث المذكور؟
4- اذا اختلف الشفيع والمشترى فما حكم هذه المسئلة؟ بين بيانا واضحا –
5- اكتب نبذة من سيرة سعد بن أبي وقاص (رض) –
6- اكتب ترجمة مسور(رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عمرو بن الشريد قال اتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال انطلق بنا الى سعد فاتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء ابو رافع فقال للمسور الا تأمر هذا يعني سعدا أن يشترى منى بيتين في داره فقال سعد والله لا اربحك على اربع مائة دينار مقطعة أو منجمة فقال سبحان الله لقد اعطيت به خمس مائة دينار نقدا ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما بعتك.

١. المأخذ (সংকলন তথ্য):

এই হাদিসটি প্রতিবেশীর শোফার অধিকার সাব্যস্ত করার অন্যতম শক্তিশালী দলিল। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২২৫৮) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেছেন।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

সাহাবি আবু রাফি (রা.) তাঁর দুটি ঘর বিক্রি করতে চেয়েছিলেন যা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর বাড়ির সীমানায় বা ভেতরে ছিল। তিনি প্রথমে সা'দ (রা.)-এর কাছেই বিক্রির প্রস্তাব দেন। যদিও তিনি অন্যত্র বেশি দাম পাচ্ছিলেন, তবুও তিনি নবীজির হাদিসের ওপর আমল করে প্রতিবেশী সা'দকেই কম দামে ঘর দুটি দিয়েছিলেন। এটি সাহাবিদের সুন্নাহ পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: আমর ইবনে শারীদ (রহ.) বলেন, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) আমার কাছে এলেন এবং আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন: "চলো আমরা সা'দ (রা.)-এর কাছে যাই।" আমরা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর কাছে তাঁর বাড়িতে গেলাম। তখন আবু রাফি (রা.) এলেন এবং মিসওয়ারকে বললেন: "আপনি কি একে (অর্থাৎ সা'দকে) বলবেন না যেন সে আমার কাছ থেকে তার বাড়িতে অবস্থিত আমার ঘর দুটি কিনে নেয়?" সা'দ (রা.) বললেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চারশ দিনারের বেশি দেব না, তাও কিস্তিতে (ভেঙে ভেঙে)।"

আবু রাফি (রা.) বললেন: "সুবহানাল্লাহ! আমাকে তো এর বিনিময়ে নগদ পাঁচশ দিনার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদি আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে না শুনতাম যে 'প্রতিবেশী তার নৈকট্যের কারণে (শোফার) অধিক হকদার', তবে আমি তোমার কাছে বিক্রি করতাম না।" (অবশেষে তিনি সা'দ (রা.)-এর কাছেই বিক্রি করলেন)।

ব্যাখ্যা:

- **মুকাত্তা'আ বা মুনাজ্জামা:** এর অর্থ হলো কিস্তিতে বা ভেঙে ভেঙে টাকা পরিশোধ করা।
- **সাকাব (سقب):** এর অর্থ নৈকট্য বা সংলগ্নতা। আবু রাফি (রা.) ৫০০ দিনার নগদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ৪০০ দিনার বাকিতে

প্রতিবেশীর কাছে বিক্রি করলেন, শুধু নবীজির হাদিসের সম্মান রক্ষার্থে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'শোফা' (الشفعة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الشفعة لغة واصطلاحا ؟)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'শোফা' শব্দটি 'শাফাউন' (شفع) থেকে এসেছে। এর অর্থ—

১. জোড় করা (বেজোড় বা 'উইতর'-এর বিপরীত)।

২. বৃদ্ধি করা বা মিলানো।

শোফাদাতা অন্যের জমি নিজের জমির সাথে মিলিয়ে 'জোড়' করে বা সম্পত্তি বৃদ্ধি করে বলে এই নামকরণ।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী:

هِيَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ الْمَبِيعَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي قَامَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحَقِّ الشَّرِكَةِ أَوِ الْجِوَارِ

অর্থ: অংশীদারিত্ব বা প্রতিবেশীর হকের কারণে বিক্রীত জমিটি ক্রেতার দেওয়া মূল্যের বিনিময়ে জোরপূর্বক নিজের মালিকানায় নিয়ে নেওয়াকে শোফা বলে।

---

২. 'জার' (الجار) বা প্রতিবেশীর আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয় দাও। (عرف الجار لغة واصطلاحا)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'জার' (الجار) অর্থ—নিকটবর্তী, প্রতিবেশী, বা আশ্রয়দাতা। প্রবাদ আছে: "আল-জারু ছুম্মাদ দার" (আগে প্রতিবেশী, পরে ঘর)।

খ. পারিভাষিক অর্থ:

শোফার অধ্যায়ে 'জার' বা প্রতিবেশী বলতে বোঝায়—'আল-জারুল মুলাসিক' (সংলগ্ন প্রতিবেশী)।
অর্থাৎ, যার জমি বা বাড়ির সীমানা বিক্রীত জমির সীমানার সাথে লেগে আছে, কিন্তু তাদের রাস্তা বা পানির লাইন ভিন্ন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, শরিক (অংশীদার)-এর পর এই প্রতিবেশী শোফার হকদার।

---

৩. 'সাকাব' (السقب)-এর অর্থ কী? হাদিসে এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? (ما معنى السقب؟ وما المراد به في الحديث المذكور؟)

উত্তর:

ক. আভিধানিক অর্থ:

'সাকাব' (السقب) শব্দের 'সিন' ও 'কাফ' বর্ণে জবর দিয়ে পড়া হয়। এর অর্থ—নৈকট্য, সান্নিধ্য বা সংলগ্নতা (কুরব ও ইত্তেসাল)।

খ. হাদিসে উদ্দেশ্য:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী: "আল-জারু আহাক্কু বি-সাকাবিহি" (প্রতিবেশী তার সাকাবের কারণে অধিক হকদার)।

এখানে সাকাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—"প্রতিবেশীর শোফা"। অর্থাৎ, প্রতিবেশী তার ঘরের নৈকট্য বা দেওয়াল এক হওয়ার কারণে পাশের ঘরটি কেনার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাবে। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর শক্তিশালী দলিল যে, শুধু শরিক নয়, প্রতিবেশীও শোফা পায়।

---

৪. শোফাদাতা (শফি) এবং ক্রেতা (মুশতারি)-এর মধ্যে যদি দাম নিয়ে মতভেদ হয়, তবে সমাধান কী? (اذا اختلف الشفيع والمشترى فما حكم هذه المسئلة؟ بين بيانا واضحا)

উত্তর:

শোফাদাতা জমিটি নিতে চায়, কিন্তু দাম নিয়ে ক্রেতার সাথে ঝগড়া হলো। শোফাদাতা বলল "তুমি ১০০০ টাকায় কিনেছ", আর ক্রেতা বলল "না, আমি ২০০০ টাকায় কিনেছি"।

সমাধান:

১. সাক্ষী না থাকলে: যদি কারো কাছে সাক্ষী না থাকে, তবে ক্রেতার কথা শপথসহ গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ জমির দখল তার কাছে এবং সে বেশি দাম দাবি করছে। শপথ করলে তাকে তার দাবিকৃত দাম (২০০০) দিতে হবে, অথবা শোফাদাতা শোফা ছেড়ে দেবে।

২. সাক্ষী থাকলে:

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** ক্রেতার সাক্ষী অগ্রাধিকার পাবে। কারণ সে দামের 'বৃদ্ধি' প্রমাণ করছে।
- **সাহিবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ):** শোফাদাতার সাক্ষী অগ্রাধিকার পাবে। কারণ ক্রেতা যা বলছে (বেশি দাম), তা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত।

---

৫. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। ((اكتب نبذة من سيرة سعد بن أبي وقاص (رض))

উত্তর:

নাম ও বংশ:

তাঁর নাম সা'দ, পিতা মালিক (যিনি আবু ওয়াক্কাস নামে পরিচিত)। তিনি কুরাইশ বংশের বনু জোহরা শাখার লোক এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মামা (মায়ের দিকের আত্মীয়)। নবীজি তাঁকে দেখে গর্ব করে বলতেন, "ইনি আমার মামা, কারো এমন মামা থাকলে দেখাও।"

মর্যাদা:

- তিনি **'আশারায়ে মুবাশশারা'** (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন)-এর একজন।
- ইসলামের ইতিহাসে তিনি **প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন**।
- তিনি ছিলেন 'মুসতাজাবুদ দাওয়াহ' (যার দোয়া কবুল হয়)। নবীজি তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন।

সেনাপতিত্ব:

হযরত ওমরের খেলাফতকালে তিনি ঐতিহাসিক কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্য সম্রাজ্য পতন ঘটান এবং ইরাক বিজয় করেন। তিনি কুফা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৫ হিজরি সনে মদিনার নিকটবর্তী আকিক নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে তিনিই সবার শেষে ইন্তেকাল করেন।

---

৬. হযরত মিসওয়ার (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (اكتب ترجمة مسور (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ইবনে নাওফেল। তিনি কুরাইশ বংশের বনু জোহরা গোত্রের সাহাবি।

জন্ম:

তিনি হিজরতের ২ বছর পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি মদিনায় আসেন। তিনি ছোট সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত।

ইলম ও আমল:

তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও ফকিহ ছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর কাছ থেকে তিনি ইলম ও রাজনীতি শিখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও ইবাদতগুজার ছিলেন।

ইন্তেকাল:

৬৪ হিজরি সনে যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে অবরোধ করে এবং কাবা ঘরে পাথর নিক্ষেপ করে, তখন একটি পাথরের আঘাতে তিনি নামাজরত অবস্থায় শহীদ হন।

3- عن أبي هريرة (رض) قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم - فاذا وقعت الحدود فلاشفعة –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- عرف الشفعة وكم قسما لها؟ بين –
2- هل تثبت الشفعة للجار؟ ما الاختلاف فى هذه المسئلة؟
3- هل تثبت الشفعة للجار؟ ما الاختلاف في هذه المسئلة بين الائمة؟ بين بالايجاز-
4- بين حكم الشفعة في العروض والسفن –
5- لماذا تجب الشفعة - وبماذا تستقر؟ ثم بين مستحقيها على الترتيب -
6- اكتب نبذة من حياة أبي هريرة (رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن أبي هريرة (رض) قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم - فاذا وقعت الحدود فلاشفعة.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

এই হাদিসটি শোফার বিধান এবং এর সীমাবদ্ধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মাযহাবের মূল দলিল এটি। হাদিসটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২২১৩, ২২১৪, ২২১৫) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৬০৮) গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি ভাগ হওয়ার আগে বিক্রি করলে শরিকের ক্ষতি হয়। কিন্তু ভাগ হয়ে গেলে এবং সীমানা প্রাচীর দিয়ে দিলে সেই ক্ষতি আর থাকে না। এই যুক্তিতে ভাগ হওয়ার পর শোফা থাকবে কি না—এ বিষয়ে নবীজি (সা.) ফয়সালা দিয়েছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসুলুল্লাহ (সা.) শোফার ফয়সালা দিয়েছেন ওই সম্পত্তিতে যা এখনো বণ্টিত বা ভাগ হয়নি। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারণ হয়ে যায় (ভাগ হয়ে যায়), তখন আর কোনো শোফা নেই।"

ব্যাখ্যা:

- **ফি-মা লাম ইউকসাম:** অবিভাজিত যৌথ সম্পত্তি। এতে শোফা সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হয়।
- **ফা-ইজা ওয়াকা'আতিল হুদুদ:** যখন সীমানা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং রাস্তা আলাদা হয়ে যায়।
- **লা শুফআ:** এই অংশের ব্যাখ্যায় ইমামদের মতভেদ রয়েছে।
    - **শাফেয়ি ও মালিকি মত:** এর অর্থ হলো, ভাগ হওয়ার পর আর কোনো শোফা নেই। তাই প্রতিবেশী (যার সীমানা আলাদা) শোফা পাবে না।
    - **হানাফি মত:** এর অর্থ হলো, ভাগ হওয়ার পর 'শরিকের শোফা' (সবচেয়ে শক্তিশালী শোফা) আর থাকে না, কিন্তু 'প্রতিবেশীর শোফা' বহাল থাকে। কারণ অন্য হাদিসে নবীজি বলেছেন, *"প্রতিবেশী শোফার অধিক হকদার"*।

৪. الحاصل (সমাপনী):

যৌথ সম্পত্তি ভাগ হওয়ার আগে শোফার দাবি জোরালো থাকে। ভাগ হয়ে গেলে মতভেদ সৃষ্টি হয়—তবে হানাফি মতে তখনও প্রতিবেশীর শোফা বহাল থাকে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. শোফার সংজ্ঞা দাও এবং এটি কত প্রকার? (عرف الشفعة وكم قسما لها؟ بين)

উত্তর:

ক. সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** মিলানো বা সংযুক্ত করা।

- **পারিভাষিক অর্থ:** অংশীদারিত্ব বা প্রতিবেশীর হকের কারণে বিক্রীত জমিটি ক্রেতার দেওয়া মূল্যের বিনিময়ে নিজের মালিকানায় নিয়ে নেওয়াকে শোফা বলে।

খ. প্রকারভেদ:

হানাফি মাযহাব মতে শোফা ৩ প্রকার:

১. শোফা ফিল আইন (মূল সম্পত্তিতে অংশীদার): যেমন—পৈতৃক সূত্রে পাওয়া অবিভাজিত জমি।

২. শোফা ফিল খলিত (অধিকার বা সুবিধায় অংশীদার): যেমন—জমি আলাদা কিন্তু রাস্তা বা পানির লাইন এক।

৩. শোফা ফিল জিওয়ার (সংলগ্ন প্রতিবেশী): যার জমি ও রাস্তা আলাদা কিন্তু সীমানা এক।

---

২ ও ৩. প্রতিবেশীর জন্য কি শোফা সাব্যস্ত হয়? এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ আলোচনা করো। (هل تثبت الشفعة للجار؟ ما الاختلاف فى هذه المسئلة؟)

উত্তর:

এই মাসআলাটি ফিকহে শোফার সবচেয়ে বড় বিতর্কের বিষয়।

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

প্রতিবেশীর (যার সীমানা বা দেয়াল এক) জন্য শোফা সাব্যস্ত হবে।

- **যুক্তি:** শোফার কারণ হলো 'ক্ষতি' (Darar) দূর করা। শরিকের মতো প্রতিবেশী খারাপ হলেও স্থায়ী ক্ষতি হয়।
- **দলিল:** রাসুল (সা.) বলেছেন: *"প্রতিবেশী তার সংলগ্নতার কারণে শোফার অধিক হকদার।"* (আবু দাউদ)। এবং *"প্রতিবেশী প্রতিবেশীর ঘরের বেশি হকদার।"* (তিরমিজি)।

২. ইমাম শাফেয়ি ও মালিক (রহ.):

প্রতিবেশীর জন্য শোফা সাব্যস্ত হবে না। শোফা কেবল যৌথ মালিকের (শরিক) জন্য।

- **দলিল:** আলোচ্য আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসটি—*"যখন সীমানা নির্ধারণ হয়ে যায়, তখন আর শোফা নেই।"* যেহেতু প্রতিবেশীর সীমানা নির্ধারিত ও আলাদা, তাই তার শোফা নেই।

হানাফিদের জবাব: হাদিসের অর্থ হলো—সীমানা ভাগ হলে 'শরিকানা শোফা' থাকে না, কিন্তু 'প্রতিবেশী শোফা'র কথা এখানে নাকচ করা হয়নি, যা অন্য হাদিসে সাব্যস্ত।

---

৪. অস্থাবর সম্পদ (যেমন—পণ্য, নৌকা) ও জাহাজের ক্ষেত্রে শোফার হুকুম কী? (بين حكم الشفعة في العروض والسفن)

উত্তর:

হুকুম:

জুমহুর ফকিহদের (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি) মতে, অস্থাবর সম্পত্তি বা 'মানকুলাত' (Movable Property)-এর ক্ষেত্রে শোফা জায়েজ নেই।

- শোফা কেবল **'আকার'** বা স্থাবর সম্পত্তিতে (জমি, বাড়ি, বাগান, কুয়া) প্রযোজ্য।
- **পণ্য ও জাহাজ:** আসবাবপত্র (উরুজ), কাপড়, গরু-ছাগল, নৌকা বা জাহাজ—এগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো যায়। তাই এতে 'খারাপ প্রতিবেশী' বা 'স্থায়ী ক্ষতি'র আশঙ্কা নেই। শরিকের সমস্যা হলে নিজের অংশ নিয়ে চলে যাওয়া যায়। তাই এগুলোতে শোফা নেই।

ব্যতিক্রম: জাহেরি সম্প্রদায়ের মতে সব কিছুতেই শোফা আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো অস্থাবর মালে শোফা নেই।

---

৫. শোফা কেন ওয়াজিব হয়? কিসের মাধ্যমে তা সাব্যস্ত হয়? এবং শোফা প্রাপকদের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করো। (لماذا تجب الشفعة - وبماذا تستقر؟ ثم بين مستحقيها على الترتيب)

উত্তর:

ক. কেন ওয়াজিব হয় (সাবাব):

শোফা ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ হলো 'দফইয়ে দারার' বা ক্ষতি দূর করা। অপরিচিত বা খারাপ লোক অংশীদার বা প্রতিবেশী হিসেবে এলে যে স্থায়ী ভোগান্তি হয়, তা থেকে মুক্তি দেওয়াই শোফার উদ্দেশ্য।

খ. কিসের মাধ্যমে সাব্যস্ত/স্থির হয় (ইস্তিকদার):

শোফার অধিকার কেবল দাবি করলেই মালিকানা আসে না। এটি স্থির বা চূড়ান্ত হয় দুটি মাধ্যমের যেকোনো একটি দ্বারা:

১. কাদাউল কাজি: বিচারক বা আদালতের রায়ের মাধ্যমে।

২. রদায়ে মুশতরি: ক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় শোফাদাতার কাছে জমিটি হস্তান্তর করতে রাজি হয় এবং শোফাদাতা মূল্য পরিশোধ করে দেয়।

গ. প্রাপকদের ধারাবাহিকতা (তারতিব):

একাধিক দাবিদার থাকলে হানাফি মতে অগ্রাধিকারের ক্রম নিম্নরূপ:

১. ১ম: শারিকে বারি (মূল জমির অংশীদার)।

২. ২য়: শারিকে খলিত (রাস্তা বা পানির অংশীদার)।

৩. ৩য়: শারিকে জার (সংলগ্ন প্রতিবেশী)।

---

৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة أبي هريرة (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম আবদুর রহমান ইবনে সাখর আদ্-দাউসি (ইসলাম গ্রহণের পর)। জাহেলি যুগে নাম ছিল আবদুশ শামস। তাঁর উপনাম 'আবু হুরায়রা' (বিড়াল ছানার পিতা)। তিনি বিড়াল খুব পছন্দ করতেন বলে নবীজি (সা.) তাঁকে এই নামে ডাকতেন।

ইসলাম গ্রহণ:

তিনি ৭ম হিজরি সনে খায়বার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন।

ইলমি অবদান:

তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র ৩-৪ বছর নবীজির সাহচর্য পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন 'আসহাবে সুফফা'র সদস্য এবং দিনরাত নবীজির দরবারে

পড়ে থাকতেন। নবীজির দোয়ার বরকতে তিনি যা শুনতেন, তা ভুলতেন না। তিনি 'হাফিজুস সাহাবা' এবং সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা ৫,৩৭৪টি।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৭ হিজরি (মতান্তরে ৫৯) সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।